এ বছর কুবিতে কোটার আসন ৯১, পোষ্যতে সর্বোচ্চ

কুবি প্রতিনিধি
৩০ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে (কুবি) স্নাতক প্রথম বর্ষের ভর্তিতে সাধারণ আসন বাদেও আরও ছয় ধরনের কোটায় আসন বরাদ্দ রয়েছে মোট ৯১টি। সম্প্রতি স্মারকলিপি, আলটিমেটাম ও একাধিক অবস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যানারে পোষ্য কোটা বাতিলের দাবি জানানো হলেও সর্বোচ্চ আসন বরাদ্দ এখানেই।

UNIBOTS

রেজিস্ট্রার দপ্তর সূত্র জানায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ ১০৩০টি এবং কোটায় ৯১টিসহ মোট আসন ১১২১টি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৮ আসন রয়েছে পোষ্য কোটায়। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ২৭, উপজাতি কোটায় ১২, শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় ৬, অ-উপজাতি কোটায় ৪টি এবং বিকেএসপি বা পেশাদার খেলোয়াড় কোটায় রয়েছে ৪টি আসন।

আরও জানা যায়, ৩৮টি পোষ্য কোটার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ বিভাগে প্রতিটায় ২টি করে রয়েছে। এ ইউনিটে পোষ্য কোটায় ১৪, মুক্তিযোদ্ধা কোটায় ১০, উপজাতি কোটায় ৪, শারীরিক প্রতিবন্ধী কোটায় ২, অ-উপজাতি কোটায় ১টি এবং ১টি বরাদ্দ খেলোয়াড় কোটার জন্য। বি ইউনিটে যথাক্রমে ১৬, ১০, ৬, ৩, ২ এবং ২টি। অন্যদিকে সি ইউনিটের জন্য যথাক্রমে ৮, ৭, ২, ২, ১ এবং ১টি। সর্বমোট কোটায় এ বা বিজ্ঞানে ৩২টি, বি বা মানবিকে ৩৯ এবং ১৯ আসন রয়েছে সি বা বাণিজ্য ইউনিটের জন্য।

এ ছাড়া সর্বশেষ তিন শিক্ষাবর্ষে (২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪) কোটায় ভর্তি হয়েছে ৯২ জন। এর মধ্যে পোষ্য কোটায় কেবল ৯ জন এবং মুক্তিযোদ্ধাসহ অন্যান্য কোটায় ভর্তি হয়েছেন ৮৩ জন।

সাধারণ আসনের বাইরে পোষ্য কোটাকে সম্পূর্ণ বাতিলসহ বাকি ৫৩ কোটায় আসনকে সংস্কারের মাধ্যমে ন্যূনতমসংখ্যক আসন রেখে বাকিগুলোকে সাধারণ আসনে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

২০২০-২১ বর্ষের গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী রনি আহমেদ বলেন, ‘সরকারি চাকরিতে বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সারাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন হয়েছে। এখন আবার এসব বিষয়ে যদি আন্দোলন করতে হয়, তাহলে জাতি হিসেবে বিষয়টি খুবই দুঃখজনক।

এ বিষয়ে মার্কেটিং বিভাগের ২০১৯-২০ বর্ষের শিক্ষার্থী পাবেল রানা বলেন, ‘২৪ শে’র বিপ্লবে কোটার বিরুদ্ধে রক্ত দিয়েছি। রক্তে গড়া নতুন বাংলাদেশে পুনরায় এসব বৈষম্যের মানে কি?